দামুড়হুদায় বিলুপ্তির পথে বাবুই পাখির বাসা

দামুড়হুদায় বিলুপ্তির পথে বাবুই পাখির বাসা। দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে বাবুই পাখি ও তার সুদর্শন বাসা। এক সময় এসব বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই ছিল না, মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগাত এবং আত্মনির্ভশীল হতে উৎসাহ দিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে ও পরিবেশে বিপর্যয়ের কারণে পাখিটি আমরা হারাতে বসেছি। একসময় গ্রাম-গঞ্জের তাল, নারিকেল ও খেজুর গাছে এরা বাসা বেঁধে থাকতো। প্রকৃতি থেকে তাল আর খেজুর গাছ বিলুপ্ত হওয়ায় বাবুই পাখিও হারিয়ে যেতে বসেছে।

একসময় দামুড়হুদা তিন প্রজাতির বাবুই পাখি দেখা যেত। দেশি বাবুই, দাগি বাবুই ও বাংলা বাবুই। তবে বাংলা ও দাগি বাবুই এখন বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কিছু দেশি বাবুই দেখা যায়,তবে বাসা তৈরির জন্য বাবুই পাখির প্রথম পছন্দ তাল গাছ। তাল গাছ প্রায় বিলুপ্তর সাথে সাথে দেশি বাবুই পাখি প্রায় বিলুপ্ত। বাবুইপাখি নারিকেল, সুপারি ও খেজুর পাতা, খড়ের ফালি, ধানের পাতা, তালের কচিপাতা, ঝাউ ও কাশবন দিয়ে বাসা বাঁধে। বাসার গঠনও বেশ জটিল, তবে আকৃতি খুব সুন্দর। বাসা যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি মজবুত।

বাসা তৈরির শুরুতেই বাসায় দুটি নিম্নমুখী গর্ত রাখে। অর্ধেক বাসা বাঁধার পর তার সঙ্গীকে খোঁজে। স্ত্রী বাবুইটির পছন্দ হলে মাত্র চার দিনে বাসা বাঁধার কাজ শেষ করে। বাসার নিম্নমুখী একটি গর্ত বন্ধ করে ডিম রাখার জায়গা করে নেয়। অন্যটি খোলা রাখে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য। বাসার ভেতরে-বাইরে কাদা লাগিয়ে রাখে। ফলে প্রবল ঝড়ে বা বাতাসেও টিকে থাকে বাসা। রাতে বাসা আলোকিত করার জন্য জোনাকি পোকা ধরে এনে রাখে। সাথী বানানোর জন্য কত কিছুই না করে পুরুষ বাবুই। স্ত্রী বাবুইকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে খাল-বিল ও ডোবায় গোসল সেরে ফূর্তিতে নেচে বেড়ায় গাছের ডালে ডালে।

সাধারণত মে থেকে আগস্ট বাবুই পাখির প্রজনন মৌসুম। একটি পুরুষ পাখির একাধিক বাসা ও পরিবার থাকতে পারে। বাবুই পাখি দুই থেকে চারটি ডিম দেয়। স্ত্রী বাবুই ডিমে তা দেয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা ফোটে। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চা উড়ে যায়। এরা মূলত বীজভোজী পাখি। তাই এদের ঠোঁটের আকৃতি সহজে বীজ ভক্ষণের উপযোগী চোঙাকার। আর ঠোঁটের গোড়ার দিকটা মোটা। এরা সাধারণত খুঁটে

খুঁটে বিভিন্ন ধরনের বীজ, ধান, ভাত, পোকা, ঘাস, ছোট উদ্ভিদের পাতা, ফুলের মধু-রেণু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে।

দামুড়হুদার স্থানীয় দুই সাংবাদিক তানজীর ফয়সাল ও শমসের আলী জানান, আগে সোনালি ও সবুজ রঙের বাবুই পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যেত সন্ধ্যা ও সকালে। এ পাখি যেমন শিল্পী; তেমন ঘুম জাগানিয়া।বাবুই চমৎকার সুরে মানুষের ঘুম ভাঙাতো। এখন সে ভাবে আর বড় তাল আর নারিকেল গাছ দেখা যায় না। বাসা বাঁধার জায়গা না থাকায় এ পাখি বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়না,বংশ রক্ষার্থে পারি জমিয়েছেন অন্যত্র। সরকারের কৃষি ও বন বিভাগের উদ্যোগে পরিবেশ ও পাখি সংরক্ষণের জন্য তাল, নারিকেল গাছ রোপণ করা জরুরি।এছাড়াও অবৈধভাবে পাখি স্বীকার করে এ পাখি বিলুপ্ত করে থাকেন।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা জানান,উপজেলাতে ব্যাপকভাবে তালবীজ রেপন করা হয়েছে। এসকল বীজ যখন তাল গাছে পরিনত হবে। তখন বাবুইপাখি আবাসস্থল তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এছাড়া সমাজের সকলের উচিত জমির চারপাশে বা বাড়ির আঙ্গিনায় বেশি করে খেজুর ও নারিকেল গাছ রেপন করা। গাছগুলো রেপন করলে একদিকে যেমন আর্থিক সহায়তা অন্যদিকে শরীরের পুষ্টি চাহিদা যোগাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকবে।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘এখন কৃষকরা ক্ষেতে ও বীজতলায় কীটনাশক ব্যবহার করায় বাবুই পাখি মারা যায়। বংশ রক্ষার্থে তারা এলাকা ত্যাগ করেছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বাবুই পাখির বংশ বিস্তারে তাল, খেজুর ও নারকেল গাছ রোপণ করতে হবে। সেই সাথে কীটনাশকের অপব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।’

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হলেন

কুষ্টিয়ার সন্তান

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব মো: সায়েদুল ইসলাম যোগদান করেছেন।
গতকাল সোমবার প্রথম কর্ম দিবসে মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাদের সাথে মতবিনিময় করেন।
এ সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নবনিযুক্ত সচিবকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। মো: সায়েদুল ইসলাম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের কর্মকর্তা এর আগে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
গত ২৩ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাকে সচিব হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে এ মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করে।
তিনি ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করে সহকারী কমিশনার হিসেবে কুমিল্লা কালেক্টরে যোগদান করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কাউন্সিলর (লেবার) হিসেবে বাংলাদেশ হাই কমিশন মালায়েশিয়াতে ৫ বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মো: সায়েদুল ইসলাম ১৯৬৪ সালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বেলঘরিয়া গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী সাবিহা পারভীন বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

দামুড়হুদায় হঠাৎ দেখা মিললো শানকার কারিগর মোতালেবের

দামুড়হুদায় হঠাৎই দেখা মিললো শানকার কারিগর এর। সিলেট হবিগঞ্জের ভ্রাম্যমাণ কারিগর মোতালেব ছুরি, দা, কাঁচি, বটি, শিল-পাটায় ধার দিয়ে আসছেন দীর্ঘ ১২ বছর ধরে।
দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে মানুষ হবিগঞ্জ জেলা

শহর থেকে আসা শান কারিগরের নিকট দা, বটি, কাচি, শিল- পাটা ইত্যাদি শান দেওয়ার জন্য ভীড় জমিয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো শান দেওয়া মেশিনের প্যাডেল ঘুরিয়ে ছুরিতে ধার দেওয়া শুরু করলেন মোতালেব। ওই ছুরি ধার দেওয়ার মাঝেই বাজারের বেশ কিছু দোকান ও বাসাবাড়ি থেকে দা-ছুরি- বটি, ইত্যাদি ধার দেওয়ার জন্য নিয়ে এনেছেন। শান কারিগর প্রতিটি বটি, চাকু শান বা ধার দেবার জন্য ২০ টাকা, দা-কাঁচি শান দিতে নিচ্ছেন ৪০ টাকা ও শিল বাটা শান দিতে নিচ্ছেন ১০০ টাকা করে।
এ বিষয়ে বাজারের ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম বলেন- আমি একটি ফল কাটার চাকু ধার দিলাম মাত্র ১০ টাকায়।
শান কারিগর মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন – আমি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এ পেশার সাথে রয়েছি। আমরা বাড়ি সিলেটের হবিগঞ্জ জেলাতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে আমি কাঁধে করে শান মেশিন নিয়ে মানুষের দৌড় গোড়ার পৌঁছে দিচ্ছি এ সেবা।

একটি হুইল চেয়ার চায় প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর

জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর (২৭)। পায়ের নিচের অংশ চিকন ও বাঁকা। হামাগুঁড়ি দিয়ে হাটতে হয় তাকে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না সে।
দেখে প্রথমে মনে হয় ৮-১০ বছরের শিশু। কিন্তু তার মায়ের কাছ থেকে বয়সের কথা শুনতেই জানা গেলো তার বয়স এখন ২৭ বছর।
কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় সংলগ্ন এলাকার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস গলিতেই এই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর এর বসবাস। অর্ধশতাধীক হরিজন বাসিন্দাদের সাথে বসবাস থাকলেও পিয়াসী বাঁশফোরের বাবা আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র সংসার করছে। তার মা বেগম বাঁশফোর অনেকটা কষ্ট করেই বলে ফেললেন- “কেউ আমাদের দেখে না। এখন আমার মেয়ের একটা হুইলচেয়ার হলেই কেবল তাকে নিয়ে একটু বাড়ির পাশে ঘোরাতে পারতাম।”
এখন এই প্রতিবন্ধী ময়েকে নিয়েই তার মা বেগম বাঁশফোরের সংসার। কোন রকমে মেয়েটাকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি।

একটি ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে অবহেলিতভাবে রয়েছে পিয়াসী বাঁশফোর। চাকা ঘোরে না কোনরকমে বসে থাকে এ ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে। দেখলাম অনেক শিশুদের ভীড়ে আনন্দ চিত্তে আকাশের দিকে অবলীলায় চেয়ে আছেন পিয়াসী বাঁশফোর। একটি হুইলচেয়ার তাকে আরেকটু আনন্দ বয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। যদি কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি তাকে একটি হুইলচেয়ার দিতেন তাহলে বেশ উপকৃত হতো।
ছবি তুলতে চাইতেই হাস্যোজ্জল মুখে পিয়াসী বাঁশফোর ছবি ওঠেন। কিন্তু ইশারায় একটি হুইলচেয়ার চেয় আকুতি জানায় সে।
এ সময় বেগম পিয়াসী বাঁশফোরের মা বেগম বাঁশফোরও মেয়ের জন্য একটি হুইল চেয়ারের আবদার করেছেন।

মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ, যুবক আটক

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আলাইয়াপুর ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামে এক মাদ্রাসাছাত্রীকে বিবস্ত্র ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে ভাইরালের ভয় দেখিয়ে দফায় দফায় ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত এজাহারভুক্ত ফয়সাল (২২) ও এজাহারবহির্ভূত মোজাম্মেল (২৩) নোয়াখালীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

অন্যদিকে আরেক গ্রেফতারকৃত আসামি সাইফুল ইসলাম ইমনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে তিন দিন ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রিমান্ড মঞ্জুর করার পর শনিবার রাত ৮টার দিকে বেগমগঞ্জ পুলিশ আদালত থেকেই তাকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে।

রোববার দুপুরে বেগমগঞ্জ মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত ) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রুহল আমিন যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, অপহৃত মাদ্রাসাছাত্রীকে ঢাকার সাভারে একটি বাসা থেকে উদ্ধার করার পর তাকে বেগমগঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে। রোববার ভিকটিমের

২২ ধারা জবানবন্দির আবেদন করলেও তার মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে না পারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা যায়নি।

উল্লেখ্য, হীরাপুর গ্রামের কাজী সিরাজের ছেলে ফয়সাল, একই গ্রামের লেদনের ছেলে জোবায়ের, সোনাইমুড়ীর কামাল হোসেনের ছেলে শামসুল হক রাসেল, হীরাপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম ইমন, স্থানীয় ধীতপুর দাখিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল।

বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে অবহিত করে ভুক্তভোগী পরিবার। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ২০১৮ সালের ৩ মার্চ তারা ভুক্তভোগীর বাড়িতে এসে কৌশলে তার মাকে কোমলপানীয়র সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে অস্ত্রের মুখে ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করে। পরে মোজাম্মেল হোসেন নামে এক দোকানিকে ডেকে এনে জোর করে ভুক্তভোগীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে উভয়কে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে তারা।

পরে ওই ভিডিও ভাইরাল করার ভয় দেখিয়ে টাকা, স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায় এবং একাধিকবার ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েও রেহাই পাইনি পরিবারটি। বিয়ের পরও ভুক্তভোগী বেড়াতে এলে তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়।

সর্বশেষ গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর আবারও আসামিরা ভুক্তভোগীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বেগমগঞ্জ মডেল থানায় বৃহস্পতিবার রাতে ভিকটিমের মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা করেন।

বৃহস্পতিবার রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে এজাহার নামীয় সাইফুল ইসলাম ইমন ও ফয়সালকে এবং শনিবার এজাহারবহির্ভূত মোজাম্মেলকে গ্রেফতার করে।

সম্পর্ক জোরদারে চীনকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং চলমান করোনাভাইরাস মহামারীতে অব্যাহত সাহায্য-সহায়তার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম মূল্যবান অংশীদার হিসেবে চীনের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উভয় দেশ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র সন্ধানের মাধ্যমে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে পারে। তিনি চীনা প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও সুখ এবং সে দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন।

বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মূল্যবোধ, জাতীয় স্বার্থ এবং পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টিতে জোর দেন।

বৃহস্পতিবার চীনের দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

চীনের দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারপ্রধান গণচীনের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এক অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। এতে তিনি চীন সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান।

ঢাকার চীনা দূতাবাস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট শির বাংলাদেশ সফর এবং ২০১৯ সালে তার চীন সফরের স্মৃতিচারণা করেন।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আরো সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধানের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট শির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুখের পাশাপাশি চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

শেখ হাসিনা চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংকেও অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির

কথা উল্লেখ করে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যকার ২০১৬ সালের সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বের কথা তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা ২০১৯ সালে চীন সফরের কথা স্মরণ করে বলেন, উভয় দেশই বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। চলমান করোনাভাইরাস মহামারীতে বাংলাদেশের জন্য চীনের সহায়তার প্রশংসা করেন তিনি।

মামলায় সাক্ষী দিতে রাজি না হওয়ায় পিটিয়ে খুন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় মামলায় সাক্ষী দিতে রাজি না হওয়ায় এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে কিশোর গ্যাং।

বুধবার রাত ১০টার দিকে বেগমগঞ্জের ছয়ানীর আমিরপুর এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত রাশেদ আহমেদের (৪৮) বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ থানার পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামে।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি হারুন রশীদ চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, রাশেদ স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এলাকার রিয়াজ নামে এক সন্ত্রাসীর দায়ের করা মামলার সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি না হওয়ায় বাদী কিশোর গ্যাং লিডার রিয়াজ তাকে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়।

ইতিমধ্যে রিয়াজ একটি মামলায় কারাগারে চলে যায়। দুদিন আগে রিয়াজের এক সহযোগী কিশোর গ্যাংয়ের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড শান্ত কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে রাসেদ আহমেদকে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়।

এলাকাবাসী জানান, শান্ত কয়েকজন তরুণ কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যকে নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় অস্ত্রের মুখে চন্দ্রগঞ্জ থানার কালারপুল এলাকা থেকে টেনেহিঁচড়ে রাশেদ আহমেদকে মারতে মারতে নোয়াখালীর সীমান্তবর্তী বেগমগঞ্জের ছয়ানীর আমিরপুর নিয়ে হত্যা করে। এর পর মরদেহ ধানক্ষেতের পানিতে ফেলে চলে যায়।

রাত ১০টায় খবর পেয়ে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

শক্তিশালী ৬০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারির ইনফিনিক্স ‘হট ৯ প্লে’

টেক-ট্রেন্ডি তরুণদের চাহিদা পূরণের জন্য অভিনব ডিজাইনের প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড ইনফিনিক্স বাংলাদেশের বাজারে তাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হট সিরিজের নতুন সংস্করণ হট ৯ প্লে নিয়ে এসেছে। শক্তিশালী ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বিশাল ব্যাটারি ও ৬.৮২ ইঞ্চি এইচডি প্লাস সিনেমেটিক ডিসপ্লের অসাধারণ এক্সপেরিয়েন্সের জন্য ফোনটি এরইমধ্যে ব্যবহারকারীদের মাঝে বিপুল সাড়া ফেলেছে।

স্পেসিফিকেশনস

ইনফিনিক্স হট ৯ প্লে স্মার্টফোনটি দুটি সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের বাজারে ৪ জিবি/৬৪ জিবি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ডের এবং ২ জিবি/৩২ জিবির সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। নতুন এ ফোনটিতে জিপিএস, ওয়াইফাই, ব্লু-টুথ, জি-সেন্সর, ই-কম্পাস, এল-সেন্সর, প্রক্সেমিটি সেন্সর ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট সুবিধা রয়েছে। ব্যাটারি

তরুণ প্রজন্মের সারা দিনের ফোনের ব্যবহারের সুবিধা দিতে স্মার্টফোনটিতে সুবিশাল-শক্তিশালী ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি রয়েছে। যার কারণে একবার সম্পূর্ণ চার্জ করে নিলে ফোনটিতে ৩৪ দিনেরও বেশি স্ট্যান্ডবাই সুবিধা পাওয়া যাবে। নতুন এ স্মার্টফোনটি দিয়ে প্রায় দেড় দিন টানা কথা বলা যাবে। যা বাজারের অন্য কোনো ফোনে সম্ভব নয়। বিশাল এ ব্যাটারি নিঃসন্দেহে আপনাকে দীর্ঘ সময় জুড়ে স্মার্টফোনটি ব্যবহারের

সুবিধা দিবে। শক্তিশালী ব্যাটারির এ ফোনটিতে ১৩ ঘণ্টার বেশি গেমস খেলা এবং ১৫ ঘণ্টারও বেশি ভিডিও দেখার সুযোগ থাকছে। ব্যাটারি ব্যাকআপের ক্ষেত্রেও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে এ ফোনটি।

ডিজাইন

অসাধারণ ডিজাইনসহ বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে ইনফিনিক্সের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হট সিরিজের নতুন এ ফোনটি। হট ৯ প্লেতে থাকা ৬.৮২ ইঞ্চির সিনেমাটিক ডিসপ্লে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের মুভি, গেমিং ও স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত ভিউইং অভিজ্ঞতা দিবে। নতুন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের গেমারদের গেমিং এক্সপেরিয়েন্সকে আরও সমৃদ্ধ করতে স্মার্টফোনটিতে আইম্যাক্স মুভি রেশিওর সমান ২০:৫:৯ ফুল ভিউ রয়েছে। বিনোদন জগতে ক্লান্তহীনভাবে মগ্ন থাকার এক অপূর্ব সুযোগ সহ জেম কাট টেক্সচার সমৃদ্ধ এ ফোনটি ভায়োলেট, ওশান ওয়েভ, কোয়েটজল সায়ান ও মিডনাইট ব্ল্যাক এ মোহনীয় চারটি রংয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্যামেরা

চমৎকার ফটোগ্রাফির জন্য স্মার্টফোনটিতে ফ্ল্যাশলাইটসহ সামনে ৮ মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এবং পেছনে ট্রিপল এলইডি ফ্ল্যাশলাইটসহ ১৩ মেগা পিক্সেলের এআই লেন্স যুক্ত করা হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহৃত হওয়ায় এ ক্যামেরা দিয়ে অসাধারণ সব ছবি তোলার জন্য রয়েছে একাধিক ফিচার।

অপারেটিং সিস্টেম

অ্যান্ড্রয়েড ১০ এর সাথে এক্সওএস৬ ব্যবহার করায় ভিডিও দেখা ও গেমস খেলার জন্য পারফেক্ট ফোন হট ৯ প্লে। ফোনটিতে রয়েছে হেলিও এ২৫ ২.০ গিগাহার্টেজের বিল্ট-ইন সিপিইউ। অক্টাকোর প্রসেসরের এ ফোনটিতে ৪জি/৩জি/২জি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করবে।

দাম

স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের ফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও চমকপ্রদ করতে ৪ জিবি/৬৪ জিবি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ডের সংস্করণটি মাত্র ৯ হাজার ৯৯০ টাকায় এবং ২ জিবি/৩২ জিবির সংস্করণটি মাত্র ৭ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে টেক-ট্রেন্ডি এই হট ৯ প্লে স্মার্টফোনটি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ওজন কমায় পেঁপে

পেঁপে স্বাদে অতুলনীয়। পেঁপে খেলে ওজন কমে, ত্বক পরিষ্কার হয়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আর নানা উপকারী উপাদানে ভরপুর পেঁপে খেলে একদিকে স্বাস্থ্য যেমন ভালো থাকে, তেমনি চুল আর ত্বকের জন্যও উপকারী। খাবারে তাই পেঁপে রাখাটা জরুরি।

ওজন কমায় পেঁপে
মাঝারি আকারের একটি পেঁপেতে মাত্র ১২০ ক্যালরি থাকে। এ ছাড়া এর যে পাচক তন্তু থাকে, তা হজমে সহায়তা করে।

ডায়াবেটিসে উপকারী
পেঁপে খেতে মিষ্টি স্বাদের হলেও এতে চিনির পরিমাণ কম থাকে। এক কাপ টুকরো করা পেঁপেতে ৮ দশমিক ৩ গ্রাম চিনি থাকে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধক উপাদান আছে পেঁপেতে।

চোখের জন্য দরকারি
পেঁপেতে আছে ক্যারোটিনাইডস নামের উপাদান, যা চোখের জন্য উপকারী। পেঁপেতে টমেটো বা গাজরের চেয়েও বেশি ভিটামিন এ আছে। এ ছাড়া চোখের মিউকাস মেমব্রেনকে সবল করতে ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে যে ধরনের উপাদান দরকার, পেঁপেতে তা অধিক পরিমাণে থাকে।

ত্বকের সুরক্ষায়
ভিটামিন ‘এ’ আর প্যাপিন নামের উপাদান আছে পেঁপেতে, যা শরীরের ত্বকের মৃত কোষগুলো সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। শরীরের নিষ্ক্রিয় প্রোটিন ভেঙে ফেলে এবং কম মাত্রায় সোডিয়াম ত্বককে আর্দ্র রাখে।

হজমি গুণ
পেঁপেতে প্যাপিন এনজাইম থাকায় তা খাদ্যের বিপাক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এটি মাংস নরম করতেও ব্যবহৃত হয়। এতে তন্তু ও পানির পরিমাণ বেশি থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বিয়ের ১৮ মাসেও স্বামীর সাথে কোন বিবাদ না হওয়ায় তালাক চাইলেন স্ত্রী!

বিয়ের ১৮ মাস পরেও কোন বিষয়েই স্বামীর সাথে ঝগড়া তো দূরের কথা কখনও কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। বদলে সবকিছুই মুখ বুঝে সহ্য করে গেছেন স্বামী। স্ত্রী’র অন্যায় দেখলেও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন স্বামী। তাকে ভালোবেসেছেন। স্বামীর এই মনোভাব কোন ভাবেই সহ্য করতে না পেরে স্থানীয় শরিয়া আদালতে গিয়ে তালাক চাইলেন এক মুসলিম নারী।

অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের সম্বল জেলায়। আদালতে ওই নারী জানায় স্বামী তাকে এতটাই ভালবাসেন-যে তা সহ্য করতে পারছেন না ওই নারী। বিয়ের ১৮ মাস পরেও স্বামীর সাথে কোন বিবাদ না হওয়ায় তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করছেন।

আদালতে তিনি জানান ‘কোন বিষয়েই আমার স্বামী কখনওই আমাকে চিৎকার করে কথাও বলেননি বা তিনি কখনও আমার কোন ব্যাপারে হতাশাও জানায়নি। এমনকি আমার স্বামী আমার জন্য রান্না করে এবং ঘরের প্রতিটি কাজেই সে সহায়তা করে।’

ওই নারী আরও জানান ‘আমি যখনই কোন ভুল করি, সেই কাজের জন্য আমার স্বামী আমাকে ক্ষমা করে দেয়। আমি চেয়েছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে তিনি আমাকে কিছু বলুক, আমাকে বকা দিক। তাই আমি এমন কোন জীবন চাই না যেখানে স্বামী সবকিছুই মেনে নেবেন।’

স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাওয়ার কারণ হিসাবে মুসলিম নারীর এই বক্তব্য শুনে হতবাক শরিয়া আদালতও। গোটা বিষয়টিকে ‘বাজে’ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করে আদালতের ধর্মগুরু সেই তালাকের আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন।

আদালতের কাছে প্রত্যাখিত হয়ে শেষে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হন তিনি। কিন্তু ওই মুসলিম নারীর বক্তব্য শুনে স্থানীয়

পঞ্চায়েতও কোন যথোপুযুক্ত সিদ্ধান্তে আসতে ব্যর্থ হয়।

এদিকে ওই নারীর স্বামী জানিয়েছেন তিনি তার স্ত্রীকে ভালবাসেন এবং যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিন স্ত্রীকে সুখী রাখতে চান। আর এতে তিনি কোন অন্যায় কাজ করেছেন বলে তিনি মনে করেন না। আসলে তিনি চান একজন আদর্শ স্বামী হতে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন